118

তারিখ ... 30 MAY 1994 ..
পৃষ্ঠা · ৫ কলাম · ৭ ·····

দৈনিক বাংলা

শিক্ষাবিস্তারে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশে শিক্ষাবিস্তারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গত শনিবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী ভাষণে বিপুল জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর, দারিদ্র্য দূর এবং দেশকে দ্রুত স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিস্তারে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবার আহবান জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন ঃ আসুন, শিক্ষাবিস্তারে আমরা একসঙ্গে কাজ করি। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূর করতে, আসুন, শিক্ষাকে আমরা হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগাই। প্রধানমন্ত্রীর এই আহবানে একদিকে যেমন সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার ফলপ্রসূ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নির্দেশিত হয়েছে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের কার্যকর পথটিও। তাঁর বক্তব্যের মর্মকথা—শিক্ষাই সকল উন্নতির চাবিকাঠি এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উচ্চকণ্ঠে বলা হলেও অতীতে শিক্ষাবিস্তারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়া হয়নি। শুধু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষা বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, শুরু করেছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযান। বর্তমান সরকার শিক্ষা বিকাশে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। দুই হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষার অঙ্গীকারটি রূপায়ণে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। জনগণকে সাক্ষর করা এবং দেশে শিক্ষিতের হার বাড়াবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাখাতেই বাজেট বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী। সরকার নারীশিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া বিশ্বাস করেন যে জাতির প্রায় অর্ধাংশ নারীসমাজ সাক্ষর হলে জাতি শিক্ষিত হবে, দেশ হবে উন্নত। যে পরিবারে মা শিক্ষিত, সে পরিবারের সবাই শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চলের মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করে দিয়েছেন। গত শনিবারের ওয়ার্কশপে তিনি ঘোষণা করেছেন যে চলতি বছর মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার আট লাখ ছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হবে। এই ব্যবস্থা যে নারীশিক্ষাবিস্তারে বিরাট ইতিবাচক অবদান রাখবে, একথা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নারী শিক্ষাবিস্তারে সরকারের বিভিন্ন সাহায্যমূলক পদক্ষেপের ফলে মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। গত ১৮ মে অনুষ্ঠিত একনেকের এক বৈঠকে আগামী দুই বছরে ১২৫ কোটি টাকায় দেশের তিন হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

শিক্ষাবিস্তার নিঃসন্দেহে একটি বড় জাতিগঠনমূলক কাজ। সরকারের একক প্রচেষ্টায় অত বড় কাজ সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব নয়। এজন্যই এ কাজে শরিক হওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী আহবান জানিয়েছেন। এই আহবানে সাড়া দেয়া দেশের সবার জাতীয় কর্তব্য। আমাদের আশা, সবাই এই আহবানে সাড়া দেবেন। জাতি শিক্ষিত হলে তারা মানব সম্পদে রূপান্তরিত হবে। আর মানবসম্পদই হবে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মন্ত্রশক্তি ও হাতিয়ার।